আবরার হত্যার বিচার বিভাগী তদন্ত দাবি ড. কামালের

গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, মত প্রকাশের কারণে কাউকে পিটিয়ে হত্যা সংবিধানের ওপরে আঘাত।
গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার বিচারের দাবি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে গণফোরাম।
ড. কামাল হোসেন বলেন, আবরার হত্যার ‘তদন্ত করে সত্যিকারের ঘটনা উদ্ঘাটন করতে হবে। এটা কোনো দলীয় বক্তব্য নয়। ১৬ কোটি মানুষের একজন হিসেবে আমি এই দাবি জানাচ্ছি’।
এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘লেজুড়বৃত্তি করা ছাত্ররাজনীতি আমরা কোনোদিনই চাই না। তবে স্বাধীন ছাত্ররাজনীতি থাকতে পারে’।
আবরার হত্যাকা-◌ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চান কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে ড. কামাল হোসেন বলেন, ‘বিচার বিভাগীয় তদন্তের সঙ্গে অন্যরাও থাকতে পারেন’।
দেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতিতে আপনার দলের সংসদ সদস্য পদত্যাগ করবে কিনা- জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘সেটা দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে’।
এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো আচরণ করছে। হলে হলে টর্চার সেল। বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজের হোস্টেলগুলোতে টর্চার সেল রয়েছে। টার্গেটে থাকা শিক্ষার্থীকে টর্চার করার আগে দেয়া হয় বিরোধী কোনো সংগঠনের তকমা। এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, রাজনৈতিক ভ-◌ামি ও কৌশলী প্রতারণা। অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেশ ধ্বংসের মুখোমুখি। জনগণের মালিকানা ছিনতাই করে ক্ষমতা দখলের কারণে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যেতে বসেছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নেই। শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সব

অঙ্গ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ন্যূনতম ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্ষমতা যেখানে কেন্দ্রীভূত দুর্নীতির মহোৎসব সেখানে দৃশ্যমান। বর্তমান ভিন্নমত দমন, মিথ্যা মামলা, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, সভা-সমাবেশে বাধা-নিষেধ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তৈরির মাধ্যমে সরকার প্রকাশ্যে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেছে। দেশে ক্যাসিনো সংস্কৃতি চলছে। মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই।
গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবু সায়ীদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য মেজবাহ উদ্দিন, মহসীন রশিদ, মোকাব্বির খান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক লতিফুল বারি হামিম, ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে: সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বগুড়া সেনানিবাসে আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেছেন, যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বগুড়া সেনানিবাসে আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

সেনাপ্রধান বলেন, ‘স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও মানুষের আস্থার প্রতীক হিসেবে সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত। শান্তি মিশনে আমাদের সদস্যরা সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছেন।’

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার রূপকার, জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সেনাবাহিনীর প্রধান বলেন, সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের সদস্যরা ‘প্রাণ দেব, মান নয়’ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত। এই কোরের সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরীণ যেকোনো দুর্যোগময় মুহূর্তে ও জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন।

জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেন, মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে রয়েছে এই কোরের সদস্যদের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরও যুগোপযোগী ও আধুনিক হয়ে গড়ে উঠবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এর আগে সেনাপ্রধান ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারাসহ আর্মার্ড কোরের অবসরপ্রাপ্ত ও চাকরিরত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য পদবির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

ফেসবুক স্ট্যাটাসে বহিষ্কার আ’লীগ নেতা যা বললেন

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চুক্তিগুলো নিয়ে ফেসবুকে লেখা পোস্ট করায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে ডা. শেখ বাহারুল আলমকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
এর আগে বুধবার রাতে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভায় ডা. শেখ বাহারুল আলমকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সাথে তাকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার কেন করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্তকে প্রতিহিংসার প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন প্রবীন এ আওয়ামী লীগ নেতা।

বন্দর সেই তালিকায় ছিল না।
অমানবিক আচরণের শিকার হয়েও বাংলাদেশ পানি ও গ্যাস সরবরাহ দিয়ে মানবিকতার প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ ও অধিকার উপেক্ষিত রেখে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষ হয়েছে।
শক্তিধর প্রতিবেশীর আধিপত্যের চাপ এতোই তীব্র যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে কিনা আশংকা হয়। কারণ ভারতের চাপিয়ে দেওয়া সব সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে মেনে নিতে হচ্ছে।’
- নিজস্ব প্রতিনিধি

শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে মসনদ টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে ‘দেশের স্বার্থ হানিকর সব চুক্তি’ বাতিল চেয়েছে বিএনপি। সরকারের সমালোচনা করে দলটি বলেছে, এ সব চুক্তি নিজ দেশ ও জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার সাময়িক ও ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির নেতারা এক আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে দেশের স্বার্থ বিরোধী সব চুক্তি বাতিল দাবি করেন। স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন লিখিত বক্তব্য পড়েন।
বক্তব্যের শুরুতেই মোশাররফ বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়, এমন একটি শক্তি যখন কৌশলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে— তখন তার পরিণতি দেশ ও জনগণের জন্য কতটা ভয়াবহ ও ক্ষতিকারক হয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের ফলাফল। তিনি বলেন, এ সফরে বাংলাদেশ ফেনী নদীর ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে যৌথ পর্যবেক্ষণের জন্য রাডার বসানোর এবং ভারতের

ব্যক্তি কিংবা সরকারের অবস্থান হতে পারে না।
‘ঠাকুর শান্তি পুরস্কার’ ছাড়া কী পেলাম?
ভারতে এলপিজি রপ্তানি চুক্তির বিরোধিতা করে বিএনপি বলেছে, বাংলাদেশ এলপিজি আমদানি করে। প্রতিবেশীর প্রয়োজনে তা রপ্তানির জন্য ইতিমধ্যে ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও বেক্সিমকো এলপিজি ইউনিটকে লাভবান করার এই উদ্যোগ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষকে লাভবান করবে, দেশকে নয়। এতে ভারতের প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার পথ এখন মাত্র ২০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এলপিজি গ্যাস ভারত পৌঁছাবে। ভারতকে এই সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে আমরা ‘ঠাকুর শান্তি পুরস্কার’ ছাড়া কী পেলাম?
মোশাররফ বলেন, আগেরবার ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা যা দিয়েছি তা ভারত চিরদিন মনে রাখবে। তাহলে এবার আরও এত কিছু দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি বলেছেন, বিদেশিদের গ্যাস দিতে রাজি হননি বলে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারেননি। তাহলে এবার আমদানি করা ডিউটি ফ্রি এলপিজি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
গঙ্গা চুক্তি: অসত্য তথ্য
ক্ষমতায় থাকতে বেগম খালেদা জিয়া ভারত সফরের সময় গঙ্গা নদীর পানির কথা বলতে ‘ভুলে’ গিয়েছিলেন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটাকে ‘অসত্য ও ব্যর্থতা ঢাকার অপচেষ্টা’ বলে মন্তব্য করে মোশাররফ বলেন, ‘ওই সফর শেষে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে বলা হয়, “সমতা ভিত্তিক দীর্ঘ মেয়াদি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় দুই দেশের জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থে পানি বণ্টনের বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হন।’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোনো আলোচনা না হলে যৌথ ইশতেহারে এই বক্তব্য থাকল কী করে?
মোশাররফ বলেন, প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ সালের আগে গঙ্গার পানি নিয়ে কোনো চুক্তি হয়নি, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি হয়েছে ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে। এই চুক্তিতে যে গ্যারান্টি ক্লজ ছিল, তা ১৯৯৬ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়। যার ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
আবরার বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর
বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি। তারা বলেছে, রাতের অন্ধকারে ভোট ডাকাতির অবৈধ সরকার দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী চুক্তি করেছে। এর প্রতিবাদ করায় জীবন দিতে হয়েছে আবরারকে। আবরারের পুরো বক্তব্যটি বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে, তাই আবরার বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর। তাঁর এই নির্মম মৃত্যু বৃথা যেতে পারে না। বৃথা যেতে

শক্তিশালী। শুধু সরকারসংশ্লিষ্ট বলে ছাত্রলীগ এমন করছে, সেটি বলাও গ্রহণযোগ্য না। যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র্যাগিং বন্ধে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।
বুয়েটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করছেন—এ বিষয়ে সরকারের ভাবনা কী, তা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একজন উপাচার্য থাকবেন কি না, তাঁকে অপসারণ করা হবে কি না, সেটি ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু যাঁরা এখন আন্দোলন করছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন এমন অন্যায় মেনে নিয়েছেন এবং চলতে দিয়েছেন। অন্যায় প্রতিরোধে নৈতিকতার জায়গা থেকে তাঁরা কী করেছেন। শিক্ষকেরা আগে সরব হলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা হয়তো প্রতিরোধ করা যেত।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জি এম হাসিবুল আলম, ঢাকাস্থ ইউনেসকোর প্রধান বিয়াট্রিস কালদুন, বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মনজুর হোসেন প্রমুখ।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

আবরারকে নির্যাতনের ভুয়া ভিডিও ভাইরাল

https://www.meherpurpratidin.com/wp-content/uploads/2019/10/received_105
3416538334811-1.mp4

চির নিদ্রায় শায়িত আবরার

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নির্যাতনে নিহত বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে দাফন করা হয়েছে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামের কবরস্থানে।
মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১১টায় নিজ বাসার সামনে আবরারের তৃতীয় জানাজা শেষে স্থানীয় রায়ডাঙ্গা কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কুষ্টিয়ার আফসার উদ্দিন গার্লস ফাজিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল রেজাউল করিম এই জানাজা পড়ান। এতে সহস্রাধিক মানুষ অংশ নেন।

এদিকে মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের মরদেহ নিজ গ্রামে পৌঁছালে তা নিয়ে বিক্ষোভ করে এলাকার হাজার হাজার মানুষ। এ সময় তারা হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেয়। শত শত মানুষ প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে হত্যাকরীদের ফাঁসির দাবি জানায়।

এর আগে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নিহত আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহ, ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজসহ স্বজনরা ঢাকা থেকে অ্যাম্বুলেন্সযোগে আবরার ফাহাদের মরদেহ কুষ্টিয়া শহরের পিটিআই রোডের নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। এ সময় সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। স্বজনদের কান্নায় সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

আবরারকে একনজর দেখার জন্য সেখানে আগে থেকে ভিড় জমান শত শত মানুষ। এ সময় আবরারের মরদেহ দেখে উপস্থিত কেউই চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি।

সকাল সাড়ে ৬টার দিকে আল-ইকরা জামে মসজিদের সামনে আবরার ফাহাদের দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শত শত মানুষ এই জানাযায় অংশ নেয়। পরে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মরদেহ নেয়া হয় তার গ্রামের বাড়ি কুমারখালী উপজেলার রায়ডাঙ্গা গ্রামে। সকাল ৯ টার দিকে আবরারের মরদেহ তার নিজ গ্রাম কুমারখালী উপজেলার রায়ডাঙ্গা গ্রামে পৌঁছায়। সেখানে সকাল ১০টায় তার তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজা শেষ হওয়া মাত্রই বিক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী রাস্তায় নেমে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ করে। তারা আবরার হত্যাকারীদের গ্রেফতারসহ ফাঁসির দাবি জানায়। পরে বেলা পৌনে ১১টার দিকে

রায়ডাঙ্গা গোরস্থানে আবরার ফাহাদকে সমাহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, রোববার (৬ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে বুয়েটের সাধারণ ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবরারকে শেরেবাংলা হলের দ্বিতীয় তলা থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত মোটরসাইকেল এখন বাজারে

বিশ্বে প্রথমবারের মতো উড়ন্ত মোটরসাইকেল আনছে আরব আমিরাত ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন কম্পানি ‘ইতিসালাত’। দুবাইয়ে চলমান ‘জিটেক্স টেকনোলোজি উইক’ এ মোটারসাইকেলটি প্রদর্শন করা হয়েছে।

সোমবার ইতিসালাত টুইটারে তাদের অফিসিয়াল আইডিতে উড়ন্ত মোটরসাইকেলের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করে এ তথ্য জানিয়েছে।

চার সিলিন্ডার টারবাইন ইঞ্জিনের এ মোটরসাইকেলের নাম দেয়া হয়েছে ‘লাজারেথ এলএম৮৭৪’। এটি মাত্র ৬০ সেকেন্ডেই সড়ক থেকে শূন্যতায় উঠে যেতে পারে।

মোটরসাইকেলটিতে দুই ধরণের মোড রয়েছে। একটি হচ্ছে, রাইডিং মোড। এই মোডে রেখে সড়কে চালানো যাবে। দ্বিতীয় মোড হচ্ছে, ফ্লাইং মোড। সড়ক থেকে ওড়ার জন্য এই মোড ব্যবহার করতে হবে।

লাজারেথ এলএম৮৭৪ মোটরসাইকেল সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি পঞ্চম প্রজন্মের (৫জি) মোটরসাইকেল। এর চারটি চাকা রয়েছে। এতে ভি৮ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, যা ৪৭০ বিএইচপি শক্তি উৎপাদন করতে পারে। মোটরসাইকেলটির ওজন ১৪০ কেজি। ওড়ার সময় এটি ২৪০ কেটি পর্যন্ত বহন করতে পারে।

লাজারেথ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, মোটরসাইকেলটির জন্য জিটেক্স টেকনোলোজি উইকে প্রিঅর্ডার নেয়া হচ্ছে। এর দাম ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা।

সূত্র: গালফ নিউজ

মেহেরপুরে দুটি সরকারি অফিসে দুদকের অভিযান

মেহেরপুর জেলা সরকারি গ্রন্থাগার অনিয়মের অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নাসিরুল্লাহ হুসাইনের নেতৃত্বে অভিযানের দুদকের অন্যান্য কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন।
অভিযানে গ্রন্থাগারের বেশকিছু ভ‚য়া বিল ভাউচার পাওয়া যায়। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তা জানান কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত একাধিক ভুয়া ভাউচার পাওয়া গেছে। এখানে কোন কিছু ক্রয় না করে বিল ভাউচার দেখানো হয়েছে ।
দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নাসিরুল্লাহ হুসাইন বলেন, জেলা সরকারি গ্রন্থাগার ইমদাদুল হকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরে মেহেরপুর জেলা অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালানো হয় এবং সেখানে কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি। নাসিরুল্লাহ হুসাইন এর দেওয়া এক সা¶◌াৎকারে বলেন, ১০৬ এর অভিযোগের ভিক্তিতে মেহেরপুরের দুটি সরকারী অফিসে অভিযান পরিচালনা করি এর মধ্যে জেলা সরকারি গ্রন্থাগারের গত ২ বছরের নথি পর্যালোচনা করে দেখেছি বেশ কিছু অনিয়ম রয়েছে। এর মধ্যে কম্পিউটার ক্রয় বাবদ, বই ক্রয় বাবদ বেশ কিছু ভ‚য়া ভাউচার পাওয়া যায়।
মেহেরপুর জেলা অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযানের সময় আমরা মেন গেট বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যেকের কাছে জিঙ্গাসা করেছি। আমি এখানে কোন দালাল পাইনি।
সেবা গ্রহনকারীদের কাছে জানতে চেয়েছি তারা কোন হয়রানির শিকার

হচ্ছে কিনা তারা সবাই পজেটিভলি বলেছে, কেউ কোন অভিযোগ দেইনি।

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রকাশ্যে ঘুরলেও আসামীরা অধরা

!

ছাত্রলীগ নেতা তুষার ইমরান হত্যা চেষ্টার ৬ দিন পার হলেও আটক হয়নি কেউই। এলাকাবাসীর অভিযোগ আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে । একজন ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা চেষ্টার আসামীরা কিভাবে প্রকাশ্যে ঘুরতে পারে এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগ নেতা তুষারের পিতা মুকুল আলী অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে দির্ঘদিন জড়িত। গত ৩০ সেপ্টেম্বর আশিক ও তার ক্যাডার বাহীনি দিয়ে আমার ছেলে উপর হত্যা চেষ্টা চালায়। এতে সে মারাত্বক জখম হয়ে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। আওয়ামীলীগ সরকার ক্মষতায় থাকার পরও আমার ছেলে হত্যা চেষ্টার আসামীরা এখনো কেউ আটক হয়নি। এটা আমার কাছে খভুব দুঃখজনক। আজ ৬ দিন পেরিয়ে গেলো, কেউ আটক নেই অথচ আসামীরা দিব্বি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ও মুজিবনগর কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তুষার ইমরানকে কলেজ গেটের সামনে গত ৩০ সেপ্টেম্রব আশিকসহ কয়েকজন মিলে হত্যা চেষ্টায় চালায়। এতে সে প্রানে বেচে গেলেও ক্ষতবিক্ষত হয় পুরো শরীর এবং তার মাথায় দেওয়া হয় বিশটি শেলাই।

এ ঘটনায় তুষার নিজেই বাদী হয়ে গত বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। আশিক কে প্রধান করে মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দয়ের করা হয়। মামলার অন্য আসামীরা হলো, লিজন ,লিমন , শাকিরুল , অনিক , বান্না , সাব্বির ।

[redacted]

[redacted]